আত্মজীবনীমূলক ও বস্তুগত আলোচনাদের ভঙ্গিতে লেখা হয়ে থাকে ওইসব ডায়েরি বা রোজনামচা।

সাধারণত ও কর্মব্যস্ত মানুষেরা দিনলিপি বা ডায়েরিতে লিখে রাখেন তাঁদের প্রাত্যহিক ইতিকর্তব্য, আবার অনেক মানুষ থেকে শিল্পী-সাহিত্যিক অনেকেই ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে থাকেন তাঁদের নানা টুকরো অভিজ্ঞতা। কখনো কখনো ডায়েরির সেইসব খসড়া থেকে জন্ম নেয় জনপ্রিয় বা সৃষ্টিকর্মমূলক গ্রন্থ। তেমনটি হতে গেলে ব্যক্তির দিনলিপিকে প্রেম-কাহিনী-উপন্যাসের মতো আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্য হতে হবে। তাতে আরোপিত হতে হবে যথোচিত সাহিত্যমূল্য।

যেমন হয়েছিল হিটলারের নাৎসি বাহিনীর হাতে অত্যাচারিত ছোট মেয়ে অ্যানা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি। এছাড়া ডায়েরির আঙ্গিকটি গৃহীত হতে পারে গল্প-উপন্যাসে, রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক রচনায়, উদাহরণ হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসর শঙ্কুর গল্পগুলির কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

(৭) Sem-III

ডায়েরি :- (প্রবন্ধ-নিবন্ধের রূপভেদ)

কোন কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনকথা অবলম্বনে জীবনীকার লেখেন জীবনচরিত বা Biography. এর-একধরনের রূপ দিনপঞ্জী বা কড়চা / Diary. কখনো কখনো লেখক সুসংবদ্ধ আত্মচরিত না লিখে তাঁর জীবনের নানা ঘটনা দিনলিপির তারিখক্রমায় আকারে লিপিবদ্ধ করেন। স্যামুয়েল পেপিসের বিখ্যাত ডায়েরি এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ১৬৬০ এর ১লা জানুয়ারি থেকে শুরু করে দিনলিপির মতো পেপিস তাঁর ডায়েরি লিখেছিলেন ৩১শে মে, ১৬৬৯ পর্যন্ত, মোট ৬টি খণ্ডে ম্যাগডালেনের গ্রন্থাগারে এগুলি ডায়েরি রাখা ছিল, ১৮১৫ তে এর পাঠোদ্ধার করে এগুলি ডায়েরি প্রকাশোপযোগী করেন কেমব্রিজের জনৈক ছাত্র জন স্মিথ, যদিও পেপিসের বর্ণময় জীবনের একটি খণ্ডের ছবি আছে ডায়েরি তে, তবু একান্ত ব্যক্তিগত রচনা হিসাবে এর আবেদন ও সাহিত্য মূল্য উল্লেখনীয় নয়। ঠিক এ ধরনের দিনপঞ্জী বা কড়চা বাংলা ভাষায় তেমন নেই। চারুচন্দ্র দত্তের পুরানো কথা, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের পুরাতন প্রসঙ্গ, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমরের জার্মানি ভ্রমণে জর্মনবিরোধ 'রোজনামচা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি', রচনার নাম করা যেতে পারে। এ জাতীয় রচনায় দিন, মাস ও বছরের উল্লেখ সহ কালানুক্রমিক প্রাত্যহিক ঘটনা ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ থাকে। ব্যক্তিগত দিনলিপির আকারে রচিত হলেও সমসাময়িক সমাজ-পরিবেশের ছবি ধরা পড়ে তাতে। অনেকটা

papergrid
Date: / /

যেমন জীবনীকার লেখেন জীবনচরিত বা biography, তেমনি আবার কেউ নিজেই তাঁর জীবনকাহিনি লিখতে পারেন, তাকে বলে আত্মচরিত (autobiography)।

যেমন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের - জীবনস্মৃতি

৩) ডায়েরি / দিনপঞ্জী / কড়চা :-

কখনো কখনো লেখক সুসংবদ্ধ আত্মচরিত না লিখে তাঁর জীবনের নানা ঘটনা দিনলিপি পারম্পর্যের আকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাকে বলে ডায়েরি।

যেমন - স্যামুয়েল পেপিসের বিখ্যাত diary.
শঙ্খ ঘোষের - জার্নাল,

৪) স্মৃতিকথা / memoir :-

এখানে লেখক তাঁর জীবন ও অভিজ্ঞতার বিবরণ তুলে ধরেন, কখনো দীর্ঘ প্রবন্ধ, আবার কখনো উপন্যাসের বিন্যাসে লেখা হয় স্মৃতিকথা, যুগ-বিগ্রহ অথবা কোন বিশেষ অভিজ্ঞতাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরতে।

যেমন - লোলোমিমুতের 'স্মৃতিকথা'
বিদ্যাসাগরের 'আত্মচরিত'
প্রমথ চৌধুরীর 'আত্মচরিত'
দ্বিজেন গাঙ্গুলীর 'স্মৃতিকথা',

papergrid
Date: / /

৩) জীবনী- নিছক তথ্য ও ঘটনার কালানুক্রমিক বিবরণ নয়, তাতে কথাসাহিত্যের রস ও উপভোগ্যতা থাকে।

৪) ব্যক্তির জীবনচিত্র এমনভাবে আঁকতে হবে যাতে পাঠকেরা উৎসাহিত হন, কোনো প্রতিকৃতি-অঙ্কনশিল্পীর সঙ্গে তুলনাতেই জীবনীকারের মিলন।

৫) কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রের সম্পর্ক, সংঘাত ও সান্নিধ্য যেন বিশ্বাসযোগ্যভাবে চিত্রিত হয়।

৬) কোনো নীতি বা আদর্শ প্রচারের তাগিদে যেন চরিত্রচিত্রণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। মহৎ চরিত্রের সৌন্দর্য যেন পাঠককে মুগ্ধ করতে পারে।

শ্রেণীবিভাগ :-

জীবনীসাহিত্য নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত।

১) সন্তজীবনী / Hagiography :-

মধ্যযুগে চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদদের নিয়ে যে সব জীবনীকাব্য রচিত হয়, যেমন— চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, গৌরাঙ্গবিজয়।

২) আত্মচরিত (autobiography) :-

কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনকথা অবলম্বনে

জীবনীসাহিত্য

জীবনী বা Biography বলতে সাধারণভাবে আমরা কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনবৃত্তান্তকে সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করা ও তার চরিত্রের বিশ্লেষণ, তাকেই বুঝি।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের ভাষায়:—
"Biography is not only history. It can also be good literature. And in some cases it can even rank with creative literature."

উদাহরণ — মোহিতলাল মজুমদারের 'বঙ্কিম বরণ', 'শ্রী মধুসূদন'।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ', 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ',

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'বিবেকানন্দ চরিত', চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর চরিত' সুবলচন্দ্র মিত্রের 'বিদ্যাসাগর', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী'।

সার্থক জীবনীগ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ:—

১) ব্যক্তিজীবনের ঘটনা সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।
২) ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সমকালীন সমাজ ও ইতিহাসের প্রামাণিক চিত্র তাতে থাকতে হবে।